সুপ্রভাত

তারিখ ... 0 6 AUG 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ হচ্ছে ২০ হাজার শিক্ষক : পরীক্ষা ১২ সেপ্টেম্বর

সহস্রাধিক প্রধান শিক্ষক নিয়োগের সার্কুলার আসছে

মুশতাক আহমদ

আগামী ১২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা। এছাড়া চলতি মাসের শেষের দিকে সহস্রাধিক পদে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের সার্কুলারও জারি হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম একসঙ্গে ২০ হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। নিয়োগে স্বচ্ছতা, গোপনীয়তা এবং মানসম্মত প্রার্থী নির্বাচনের লক্ষ্যে নতুন নিয়মে এবারের নিয়োগ পরীক্ষাটি নেয়া হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের দায়িত্বশীল সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এবার যে ২০ হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হবে, তার বিপরীতে সর্বমোট ৮ লাখ ৬১ হাজার ৯৭৪ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন। প্রতি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ৪৪ জন। নাম প্রকাশ না করে অধিদফতরের একজন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে এবার নতুন নীতিমালা করা হয়েছে। পরীক্ষার খাতা হবে 'লিংবোকোড' পদ্ধতিভুক্ত। ফলে কার খাতা কোনটা তা পরীক্ষক ইচ্ছা করলেই জানতে পারবেন না। ফলে পরীক্ষার খাতায় নম্বর বাড়িয়ে দেয়াও সম্ভব হবে না। তাঁরা জেলা পর্যায়ে ১০ নম্বরের যে ভাইভা রাখা হয়েছে, তা থেকে পাস-ফেল তুলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, নিয়োগ প্রার্থী ভাইভায় যে নম্বরটি পাবে, তা লিখিত নম্বরের সঙ্গে যোগ হবে এবং দুটি মিলিয়ে নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। এর আগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাজস্ব বাজেট এবং বাংলাদেশ সরকারসহ ১১টি বিদেশী সংস্থার যৌথ অর্থায়নে গৃহীত পিইডিপি-২ (দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প) এর অধীনে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থবছরে তিন ধাপে পিইডিপি-২ অধীনে মোট ১৯ হাজার ৭৬০ জন নিয়োগ দেয়া হয়। তবে বিগত দু

শিক্ষক : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

শিক্ষক : নিয়োগ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বছরের মধ্যে এবারই প্রথম একসঙ্গে এ বিপুলসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। ২০০২-০৩ বর্ষে পাঁচ ধাপে ১৯ হাজার ৯৬ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।

সারাদেশে বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৬৭২টি। এগুলোতে পিইডিপি-২ এর অধীন সৃষ্ট ২৪ হাজার ৭৭৮টিসহ মোট ১ লাখ ৬৭ হাজার ২২১টি সহকারী এবং ৩৭ হাজার ৬৬৯টি প্রধান শিক্ষকের পদ রয়েছে। সহকারী শিক্ষকের উল্লিখিত সংখ্যার মধ্যে ৩ হাজার ৭০১টি পদ ২০০৪-০৫ সেশনে সৃষ্ট।

আর মাত্র পাঁচ সপ্তাহ পর সহকারী শিক্ষকের যে পরীক্ষাটি নেয়া হবে তার আবেদনপত্র গ্রহণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয় গত মার্চ মাসে। তখন মোট ১৬ হাজার ৫৯ জন নিয়োগের কথা ছিল। পরে পদ শূন্য হয়ে প্রায় ২০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। প্রতি বছর ৮ থেকে ১০ হাজার শিক্ষকের অবসরজনিত কারণে পদ শূন্য হয়।

সর্বশেষ গত ২৬ ডিসেম্বর সারাদেশে ৭ হাজার ৮৭৬ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। ওই সময়ে ১২ হাজার ৯১৪ জন নিয়োগের কথা ছিল। কিন্তু উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়ায় ৫ হাজার ৩৪টি পদ শূন্য রাখা হয়।

সহস্রাধিক প্রধান শিক্ষক

সারাদেশে সহস্রাধিক প্রধান শিক্ষক নিয়োগের সার্কুলার জারি হচ্ছে চলতি মাসের শেষের দিকে। অধিদফতরের পক্ষ থেকে সারাদেশে আঞ্চলিক অফিসগুলো শূন্য পদের সংখ্যা জানতে চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। আগামী ১৫ আগস্টের মধ্যে এ তথ্য জানাতে হবে। এক পরিচালক যুগান্তরকে জানান, ১৯ জন প্রধান শিক্ষক নিয়োগের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১ হাজার ৩৪১ জন নিয়োগের